সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

www.thedhakachat.com

ই-পেপার

১৪ আগস্ট ২০২৫ |বৃহস্পতিবার

প্লট দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপদের বিরুদ্ধে তিন মামলায় বাদীর সাক্ষ্য

ছবি: সংগৃহীত

ডেস্ক রিপোর্ট: পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ৩০ কাঠা প্লট বরাদ্দে জালিয়াতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকদের বিরুদ্ধে দুদকের করা তিন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে।

বুধবার ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ মো. রবিউল আলমের আদালতে তিন মামলার বাদীরা সাক্ষ্য দেন, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

সাক্ষীরা হলেন- দুদকের উপপরিচালক সালাহউদ্দিন, সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া এবং সহকারী পরিচালক এস এম রাশেদুল হাসান।

আগামি ২৮ অগাস্ট এই তিন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাবলিক প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম।

এদিন বেলা ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। একে একে তিনজন সাক্ষ্য দেন। তাদের সাক্ষ্য শেষ হয় পৌনে ৩টায়।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৬ প্লট দুর্নীতির মামলায় গত ৩১ জুলাই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার সঙ্গে তাদের সন্তানসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেয় ঢাকার দুই বিশেষ জজ আদালত।

এর মধ্যে তিন মামলায় শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় ১১ অগাস্ট। ঢাকার পঞ্চম বিশেষ জজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে ওই তিন মামলার বিচার কাজ চলছে।

এবার বিশেষ জজ রবিউল আলমের আদালতে বাকি তিন মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হল।

শেখ পরিবারের বাইরে যে ১৬ জন আসামির তালিকায় রয়েছেন, তারা হলেন— জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব শহীদ উল্লা খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী ওয়াছি উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) কবির আল আসাদ, সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) নুরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপপরিচালক হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন।

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ভারতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। তার পরিবারের অন্যরাও দেশের বাইরে। পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে কোনো আইনজীবী সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

তাদের নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে গত ডিসেম্বরে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। এরপর ১২ জানুয়ারি প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিয়মের অভিযোগে পুতুলের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা করে দুদক। পরদিন শেখ রেহানা, তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীর বিরুদ্ধে মামলা করে সংস্থাটি।

এরপর ১৪ জানুয়ারি শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে দুদক। এই ছয় মামলাতেই শেখ হাসিনাকে আসামি করেছে দুদক। অন্যদেরও কেউ কেউ একাধিক মামলার আসামি। সব মিলিয়ে ছয় মামলার আসামির সংখ্যা ২৩।

এসব মামলায় দুদক অভিযোগ করেছে, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। অযোগ্য হলেও তারা পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নেন।

মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিল ইউকেএম

ডেস্ক রিপোর্ট: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-ইউকেএম।
বাসস জানায়, বুধবার কুয়ালা লামপুরে ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক আনন্দঘন পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং নেগেরি সেমবিলান রাজা তুয়াংকু মুহরিয ইবনি আলমারহুম তুয়াংকু মুনাওয়ির কাছ থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির সনদ নেন অধ্যাপক ইউনূস।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'সামাজিক ব্যবসার প্রসারে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ' অধ্যাপক ইউনূসকে এ সম্মাননা দিয়েছে তারা।
এ উপলক্ষে ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইউনূস।
এদিন সকালে তিনি অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তাকে স্বাগত জানান। এসময় শান্তিতে নোবেলজয়ী ইউনূসকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
মালয়েশিয়ার শিক্ষাবিদ, নীতি-নির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রামের সন্তান মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭২ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এসময় তিনি অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন।
১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ ২৮ বছর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইউনূস।
ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূসকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।
২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারা মুহাম্মদ ইউনূসকে দেশের হাল ধরার প্রস্তাব দেয়। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুহাম্মদ ইউনূস ৮ অগাস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন।

সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনা: তদন্তে দুদক

ডেস্ক রিপোর্ট: সিলেট সাদাপাথরে ভয়াবহ লুটপাটের ঘটনায় তদন্তে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে দুদকের নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সাদাপাথর পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তারা লুটপাটের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন। দুদকের পাশাপাশি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা।
দুদকের প্রতিনিধি দল জানান, লুটপাটের ঘটনার একটি তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে। যাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যাবে বিধি মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরও সর্তক থাকা প্রয়োজন ছিল বলে জানান।
পরিবেশকর্মী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ভাষ্যমতে, এক বছরে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ ঘনফুট পাথর লুট হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য দুই শত কোটি টাকার অধিক। প্রসঙ্গত, গত এক বছরে ভয়াবহ লুটপাটে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে সাদাপাথর পর্যটন কেন্দ্র। গেল বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে লাগামহীনভাবে চলছে এই লুটপাট।

পদ্মার পানি বৃদ্ধি: নদীপাড়ের ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দী

ডেস্ক রিপোর্ট: পদ্মা নদীতে হঠাৎ পানি বৃদ্ধি ও প্রবল স্রোতের কারণে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ও চিলমারী ইউনিয়নের প্রায় ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। প্লাবিত হয়েছে নদীপারের নিম্নাঞ্চল ও চরের আবাদি জমি এছাড়াও ডুবে গেছে চলাচলের রাস্তা।
আজ বুধবার দুপুরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানির উচ্চতা ১২.৯০ সেন্টিমিটারে দাঁড়িয়েছে, যা বিপৎসীমার এক মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, খবর বাসস।
পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গেল এক সপ্তাহে পদ্মা নদীর পানি বেড়েছে এক মিটারের বেশি। আগামী কয়েকদিন পানি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
চিলমারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, প্রতিদিন অস্বাভাবিক হারে পানি বাড়ছে। নিম্নাঞ্চলের ধান, মরিচ ও পাটের ক্ষেত তলিয়ে গেছে। ঘরবাড়ি প্লাবিত না হলেও মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন।
প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোস্তাক আহমেদ জানান, দুই ইউনিয়নের ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পানিতে তলিয়ে থাকায় পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে।
দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিকী বলেছেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশেদুর রহমান বলেন, পদ্মায় পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুটা শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ সকল বাঁধ এলাকা বাড়তি নজরদারিতে রয়েছে। সমস্যা মোকাবেলায় এরইমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতিও রয়েছে।

সকলের ‘সমর্থন’ পেলেও অন্তর্বর্তী সরকার ‘দুর্বলতম’ সরকারের পরিচয় দিয়েছে: নুর

ডেস্ক রিপোর্ট: সকল রাজনৈতিক সংগঠনের ‘সমর্থন’ পাওয়ার পরেও অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ‘দুর্বলতম’ সরকারের পরিচয় দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

সরকারের কাজেকর্মে কোনো দৃঢ়তা কখনো দেখেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বুধবার বিকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের এক আয়োজনে তার এই মন্তব্যের ব্যাখ্যায় নুর বলেন, “আমরা ভোলাগঞ্জ সাদা পাথরের ঘটনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই অনুমতি কিংবা ইজারা ছাড়াই পাথর নিতে নিতে সে জায়গাকে মরুভূমি বানিয়ে দিছে, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

“ওইখানে আমাদের আর্মি, পুলিশ, র‍্যাব ও আমাদের দেশ পরিবর্তনের নায়কেরাও এই সর্বনাশের প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু যখন কাজ শেষ, তখন তারা আওয়াজ তুলছেন।”

অন্তর্বর্তী সরকারের ছাত্র প্রতিনিধিদের প্রসঙ্গ টেনে অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ডাকসুর এ সাবেক ভিপি বলেন, “একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার ইশতেহার থেকে শুরু করে পতাকা উত্তোলনসহ পল্টন ময়দানে ছাত্র নেতৃবৃন্দরাই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। একাত্তরের পরে তারা কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে নাই কিংবা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতেও চাননি।

“আবার সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ফলে সামরিক স্বৈরশাসনের পতনের পরেও ছাত্ররা সরকারে আসে নাই। এবার আমরাই পরামর্শ দিয়েছিলাম যে তরুণদের একটা প্রতিনিধিত্ব সরকারে থাকুক, যেন তারা আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারে।”

কিন্তু এক বছরে এসে হিসাব মেলাতে পারছেন না মন্তব্য করে তিনি বলেন, দেশের মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখেনি।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের নেতৃত্ব নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, “অ্যানালগ নেতাদের দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব না, ডিজিটাল দেশ পরিচালনা করতে হলে তরুণদের প্রয়োজন। যারা ফেইসবুক লগইন করতে তিনবার পাসওয়ার্ড ভুল করে; তাদের দিয়ে ডিজিটাল দেশ পরিচালনা সম্ভব না।”

‘জুলাই বিপ্লবে জবি অগ্নিকণ্যা সম্মাননা ও নবীন বরণ’ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের স্মৃতিচারণ করেন।

তিনি বলেন, “স্বায়ত্বশায়িত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ হয় নাই, কিন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাজিদ শহীদ হয়েছে।”

আন্দোলনে জগন্নাথের শিক্ষার্থীদের অবদানের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি নাজমুল বলেন, “বিপ্লব পরবর্তী সময়ে তারা তাদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে রাস্তায় নামতে হচ্ছে। জুলাই পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বুঝতে পেরেছে যে, ‘সব শা... বাটপার’; যা অন্যরা বুঝেছে তিন চারমাস পর।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ও জুলাই আন্দোলনের কর্মী নাঈমা আক্তার রিতা বলেন, “ক্ষমতা শুধু হাত বদল হয়েছে। বাকস্বাধীনতা আগেও ছিল না, এখনও নাই। আওয়ামী লীগ আমলে আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছি; কিন্তু আজ বর্তমান ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে দু’বার ভাবতে হবে।”

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রায়হান হাসান রাব্বির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি এ কে এম রাকিব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. রইছ উদদীন।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক লুৎফুন্নাহার লুমা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি রাইসুল ইসলাম নয়ন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল, শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন, শাখা শিবিরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম আরিফ, শাখা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ।

দেশ থেকে ২০০ কোটি টাকার বেশি পাচারকারী ১০১ জন চিহ্নিত: অর্থ উপদেষ্টা

ডেস্ক রিপোর্ট: দেশ থেকে ২০০ কোটি টাকার বেশি পাচার করা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার তথ্য উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, “এরকম ১০১টা পেয়েছি। এগুলো এলেইতো হাজার হাজার কোটি টাকা হয়ে যায়।”

মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি।

দেড় ঘণ্টার ওই সংবাদ সম্মেলনে পাচার হওয়ার অর্থ ফিরিয়ে আনতে তার আগের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি তুলে ধরে এক সাংবাদিক অর্থ উপদেষ্টার কাছে প্রশ্ন করেন ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে সেটা করা সম্ভব হবে কিনা?

এর জবাবে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, “সবকিছু দৃশ্যমান হতে সময় লাগে। ১১টি ঘটনা আমরা নির্বাচন করেছি। পাচারকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। ফেরত আনার জন্য এমওইউ সই হয়েছে।

”যারা পাচার করে তাদের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। এখান থেকে সেখানে সেখান থেকে ওখানে। অনেক লেয়ারিং করে তারা। যারা করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত টাকা কোন কোন জায়গায় গিয়ে থেমেছে সেটা চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত আনার জন্য একটা আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলে দিলেই তো ব্যাংক অব ইংল্যান্ড টাকা পাঠিয়ে দেবে না। “লন্ডনে একলোকের কয়েকটা বাড়ি জব্দ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে আরেকজনেরটা চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বের সেরা আইনজীবী তারা নিয়োগ দিয়েছে। ওদেরকে কাউন্টার দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আইনজীবীদের মাধ্যমে কীভাবে ট্রেস করা যায় সেটার চেষ্টাও চলছে।”

এসব পদক্ষেপ আগামীর জন্য সতর্কবানী হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, “গত ১৫ বছরে কিন্তু কেউ করেনি। পরবর্তী সরকার যদি মনে করে এগুলো করতে যায় তাহলে ১১ জনের সঙ্গে আরও ১১ জন যোগ হবে। এরকম পদক্ষেপ আগে নেওয়া হয়নি।”

আইএমএফ থেকে এক দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার তথ্য দিয়ে সালেহউদ্দিন বলেন, “আবার আরেকজন নিয়ে গেল ৪০ হাজার কোটি টাকা। এই টাকাটা না নিলেতো আইএমএফের এই টাকাটা আনা লাগতো না। এগুলোতো আমাদের টাকা।

”দেশে এস আলম, বসুন্ধরা, বেক্সিমকোসহ অনেকগুলো কোম্পানির সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। ২০০ কোটি টাকার বেশি যারা নিয়ে গেছে এরকম লোকদের আমরা চিহ্নিত করেছি। এরকম ১০১টা পেয়েছি। এগুলো এলেইতো হাজার হাজার কোটি টাকা হয়ে যায়।”

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে সহিংস উপায়ে সরকার পতনের পর অর্থনীতিতে যে ধরনের দুর্দশা নেমে এসেছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক ভালো।

নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে কয়েকটি দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, “যেসব দেশে সহিংসভাবে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, যেমন- ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, ইরান, নিকারাগুয়া, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়াসহ সব দেশ। এসব দেশে সরকার পরিবর্তনের পর প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সব দেশেই মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। প্রবৃদ্ধি কমে যায়। সেই তুলনায় আমাদের এখানে কম হয়েছে।

“বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে মূল্যস্ফীতি কমেছে এবং প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক আছে, নেতিবাচক হয়নি। এটা একটা বিস্ময়কর অর্জন। ইন্দোনেশিয়াতে ১৯৯৭-৯৮ সালের সঙ্কটের সময় দারিদ্রের হার ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে গিয়ে ৪০ শতাংশ হয়ে গিয়েছিল।

“রাশিয়ায় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়লো তাদের ঘুরে দাঁড়াতে প্রায় ১০ বছর লেগেছে। তাদের জীবনমান নেতিবাচক হয়েছে। ৯০০ শতাংশের মত মূল্যস্ফীতি হয়েছিল। এটা ঠিক করতে তাদের ১০ বছরের মত সময় লেগেছে। রাশিয়া এত বড় একটা উন্নত দেশ।”

গত জুলাইয়ের একটি পত্রিকার খবরের বরাত দিয়ে বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান বলেন, “জুলাই মাসে বিশ্বব্যাপী শেয়ারবাজারে একটা র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে গিয়েছে। ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের পর বাংলাদেশ। ওরা শেয়ারবাজার যেই অবস্থায় রেখে গিয়েছিল সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আপনারা বলতে পারেন যে শেয়ারবাজারে এখনও নিম্ন গতি। শেয়ারবাজারে ওঠানামা থাকে।”

কর্মসংস্থানের বিষয়ে তিনি বলেন, “আইএলও এর নিয়ম অনুযায়ী আমরা কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে প্রচুর লোক এখন ইন্টারনেটে আয় করে। সেটা আমাদের হিসাবে আসে না। তারা আত্মকর্মসংস্থানে আছে। ঘরে বসে আয় করছে।”

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com